রসপুলি আর গোকুল-চসি তৈরির প্রস্তুতি। পৌষ-পার্বন উপলক্ষ্যে ঢেঁকিতে চাল ভাঙছেন মহিলারা। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির তিস্তা স্পারে। ছবি ঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বামেদের তালিকায় রেড ভলান্টিয়ারদের প্রাধান্য

কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা নয়

শুভঙ্কর সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৩ জানুয়ারি ঃ আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে মাথাভাঙ্গায় কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করছে না বামেরা। তবে পুরসভার ২ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডটিকে বাদ রেখে বাকি ১০টি ওয়ার্ডের প্রার্থীতালিকা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে বামফ্রন্ট। কলকাতা ও শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের ধাঁচে এবারের প্রার্থীতালিকায় রেড ভলান্টিয়ারদের সংখ্যাধিক্য থাকছে বলে সূত্রের খবর। সিপিএমের মাথাভাঙ্গা (দক্ষিণ) এরিয়া কমিটির সম্পাদক মকসেদুল ইসলাম বলেছেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে আসন্ন পুর নির্বাচনে মাথাভাঙ্গায় আসন সমঝোতা হচ্ছে না। তবে যদি কোনও ওয়ার্ডে আমাদের সংগঠন দুর্বল হয়, সেক্ষেত্রে ভোট ভাগাভাগি বন্ধ করতে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ প্রার্থীকে সমর্থন করা হবে।' ইতিমধ্যেই প্রার্থী বাছাই নিয়ে বামফ্রন্টের প্রাথমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আগামী ১৮ জানুয়ারি চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ২০ জানুয়ারি নাগাদ প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে মকসেদুল ইসলাম জানান।

বাম আমল থেকেই ১২ ওয়ার্ড বিশিষ্ট মাথাভাঙ্গা পুরসভার ১০টি ওয়ার্ডে বড় শরিক সিপিএম এবং ২ নম্বর ওয়ার্ড ও ৬ নম্বর ওয়ার্ড যথাক্রমে দুই ছোট শরিক সিপিআই এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। মাথাভাঙ্গায় সিপিআইয়ের তেমন সংগঠন না থাকায় আসন্ন নির্বাচনে সেই আসনটি ফাঁকা রেখেই প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতে চলেছে বামেরা। রাজনৈতিক মহলের খবর, কংগ্রেস প্রার্থী দিলে বামেরা সেখানে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। এদিকে, ৯ নম্বর ওয়ার্ডটি তপশিলি মহিলার জন্য সংরক্ষিত। সেখানে এখনও প্রার্থী ঠিক করতে পারেনি দল।

গত পুরবোর্ডে বামেরা মাত্র ২টি আসনে জয়লাভ করেছিল। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী কোকিলা সিংহ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থী কুন্তী বর্মন জয়ী হয়েছিলেন। বিদায়ি পুরবোর্ডের বিরোধী দলনেত্রী ছিলেন কোকিলা সিংহ। যদিও নির্বাচনের পরে সিপিএম কাউন্সিলার কুন্তী বর্মন সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। আসন্ন নির্বাচনে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে কোকিলা সিংহ যে বামেদের টিকিটে ফের প্রার্থী হচ্ছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে বাকি ওয়ার্ডগুলির মধ্যে কমপক্ষে ৬টি ওয়ার্ডে রেড ভলান্টিয়ারদের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

এদিকে, কংগ্রেস এখনও তাদের প্রার্থীতালিকা ঠিক করে উঠতে পারেনি। মাথাভাঙ্গায় হাতেগোনা দু'একজন নেতা ছাড়া কংগ্রেসের অস্তিত্ব কার্যত নেই বললেই চলে। জেলা কংগ্রেস নেতা বিশ্বজিৎ সরকার বলেছেন, 'খুব শীঘ্রই প্রার্থী দেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।' তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বাম শরিক সিপিআইয়ের জন্য ছাড়া ২ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিআই প্রার্থী হয়তো এবার দেবে না। সেক্ষেত্রে ওই ওয়ার্ডে প্রার্থী হতে পারেন কংগ্রেসের তপন বর্মন। সেক্ষেত্রে বামেরা তাঁকেই সমর্থন করতে পারেন।

মাথাভাঙ্গার সম্ভাব্য প্রার্থী

১ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	শুভময় মজুমদার ওরফে সানি (রেড ভলান্টিয়ার)
২ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	ফাঁকা রাখা হয়েছে
৩ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	রাজু দাস (রেড ভলান্টিয়ার)
৪ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	স্বপ্না সাহা
৫ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	কোকিলা সিংহ
৬ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	সুকুমার সরকার (সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক)
৭ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	সুধাংশু প্রামাণিক (রেড ভলান্টিয়ার)
৮ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	সুস্মিতা সাহারায় (রেড ভলান্টিয়ার)
৯ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	চূড়ান্ত হয়নি
১০ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	অভিজিৎ সিনহা (রেড ভলান্টিয়ার)
১১ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	মদন কর (রেড ভলান্টিয়ার)
১২ নম্বর ওয়ার্ড	ঃ	মীরা সরকার

বিক্ষোভ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করেও চাকরি পাননি তাঁরা। তাই চাকরির দাবিতে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কয়েকশো এসএসসি উত্তীর্ণ মহিলা এবং পুরুষ চাকরিপ্রার্থী। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে। এই নিয়ে পর্ষদ চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য বলেন, 'যাঁরা যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁরা চাকরি পেয়েছেন।'

বিকট শব্দ

প্রথম পাতার পর

যাঁরা ততক্ষণে কোনও মতে ট্রেন থেকে নীচে নামতে পেরেছিলেন, তাঁরাও কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। স্থানীয়রা যতটা পারেন সাহায্যের জন্য হাত বাড়ান। এদিকে, খবর পৌঁছাতেই পাশেই থাকা ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মী, স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে বহু মানুষ কাতারে কাতারে ভিড় জমাতে থাকেন এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই। ধীরে ধীরে জনসমুদ্রে পরিণত হয় ওই এলাকা। এদিকে, সূর্য অস্ত যাওয়ায় গ্রামীণ এলাকায় খোলা মাঠে অন্ধকার নেমে এসেছে। কারোর রোল খানিকটা কমেছে। তখন চারদিকে তখন শুধু লাল বাতি নীল বাতি অ্যাম্বুল্যান্সের ভিড় আর সাইরেনের আওয়াজ।

বগির ভেতর আটকে বহু যাত্রী। স্থানীয় গ্রামবাসীরা প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ঘণ্টা পরও বহু যাত্রী ট্রেনের ভেতরে আটকে ছিলেন। এতগুলি বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় রেললাইনও দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। বহু স্থানে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের উদ্যোগে আহতদের অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় ৫০টা অ্যাম্বুল্যান্স তো ছিলই। সেইসঙ্গে স্থানীয় বহু মানুষ তাঁদের গাড়ি নিয়ে আসেন আহতদের উদ্ধারের জন্য। সন্ধ্যার পর প্রশাসনের তরফে আলোর ব্যবস্থা করা হয় গোটা এলাকায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জলপাইগুড়ি জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু, পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, গৌতম দেব সহ রেলের আধিকারিকরা।

গভীর রাত অবধি চলছে উদ্ধারকাজ। প্রশাসনের তরফে রেলের যাত্রীদের থাকার জন্য ময়নাগুড়ি বিএড কলেজ ও ময়নাগুড়ি ধর্মশালায় ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদ্ধারকাজ তো চলছেই, তা সত্ত্বেও গভীর রাত পর্যন্ত ট্রেনের বগির মধ্যেই আটকে ছিলেন বহু যাত্রী। কান্নার শব্দ তখনও রয়েছে। থমথমে ভয়ার্ত পরিবেশে সমগ্র এলাকা।

শনির যাত্রা

প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনার জেরে এদিন উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা বা দিল্লি যাওয়ার অনেক ট্রেনই আটকে যায়। সমস্যায় পড়েন হাজার হাজার যাত্রী। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের বাতিল করা হয়েছে। বিকেলের পর এনজেপি থেকে গুয়াহাটিগামী নয়াটি ট্রেন ঘুরপথে চালানো হয়েছে। এনজেপি থেকে ময়নাগুড়ি লাইনের বদলে সেবক, নিউ মাল, আলিপুরদুয়ার হয়ে ট্রেন যাচ্ছে। বিকানের এক্সপ্রেসের অন্য যাত্রীদের গুয়াহাটি পাঠানো হয়েছে বিশেষ ট্রেনে। রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, তখনও উদ্ধারকাজ চলছে। ডিএম, এসপিরা আছেন। রেল ও প্রশাসনের অফিসারদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন স্থানীয় মানুষ। তখনও তাঁদের চোখেমুখে আতঙ্ক। সবাই বলছেন, 'যা দেখেছি, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না।' অন্ধকারের মাঝে পড়ে রয়েছে ট্রেনের কামরাগুলো। অন্ধকার আদিভৌতিক দেখাচ্ছে। সত্যিই কিছু বিশ্বাস হচ্ছে না।

আবহাওয়া
শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২১.০	১৭.০
শিলিগুড়ি	২৩.০	১২.০
জলপাইগুড়ি	২৩.০	১০.০
কোচবিহার	২৩.০	১০.০
আলিপুরদুয়ার	২৩.০	১০.০
মালদা	২২.০	৯.০
রায়গঞ্জ	২২.০	১০.০
গ্যাংটক	১৭.০	৪.০

'রক্তহীন' ব্লাড ব্যাংক
উপচাল সহমর্মীদের দানে

দিব্যেন্দু সিনহা

জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে ভিড়। বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ সমীর

জলপাইগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : একেই রক্তের আকাল চলছে। করোনা পরিস্থিতি সহ নানা কারণে গত কয়েকদিন ধরে জেলায় সেভাবে রক্তদান শিবির হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এত বড় ট্রেন দুর্ঘটনা। খবর পাওয়ার পর থেকেই রক্ত জোগাড়ে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায় জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে। জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্করের কথায়, 'আগে থেকে কিছু ইউনিট রক্ত ছিল। তবে সমস্ত জায়গায় বলে দেওয়া হয়েছে জরুরি ভিত্তিতে রক্ত দেওয়ার জন্য।'

এদিকে, রেল দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সচেতন নাগরিকরা রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন। শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা ব্লাড ব্যাংকে চলে যান রক্ত দেওয়ার জন্য। ছাত্রনেতা শান্তনু অধিকারী বলেন, 'এসে দেখি ব্লাড ব্যাংকে রক্ত অত্যন্ত কম। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত সদস্যকে ব্লাড ব্যাংকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যুব সংগঠনের পক্ষ থেকেও রক্ত দেওয়ার জন্য সদস্যদের আহ্বান জানানো হয়। রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন রেড ভলান্টিয়াররা, গ্রিন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহরের বহু সাধারণ মানুষও।

যদি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাসিন্দারা এভাবে এগিয়ে না আসতেন, তবে কী হত পরিস্থিতি? ব্লাড ব্যাংক সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, এদিন তাদের হাতে মাত্র ৬০ ইউনিটের মতো রক্ত ছিল। এত বড় দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই রক্ত সামান্য বললেও বেশি বলা হয়। কেবল তা-ই নয়, মজুত থাকা রক্তের মধ্যে আবার 'বি' নেগেটিভ ছাড়া আর কোনও গ্রুপের রক্ত ছিল না। এই সামান্য পরিমাণ রক্ত দিয়ে কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হবে, সেটাই একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হাসপাতালের এক কর্মী জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরে বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ মানুষ যদি রক্ত দিতে এগিয়ে না আসতেন তাহলে সমস্যা পড়তে হত। তাঁরা যেমন রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছেন, তেমনই সেই রক্ত সংগ্রহ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালের কর্মীদেরও ডেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা ডেকে নেওয়া হয় বাড়ি চলে যাওয়া চিকিৎসকদেরও। জরুরি ভিত্তিতে বাড়ানো হয় বেডের সংখ্যা।

ব্লাড ব্যাংকের ভেতরে একটি বেডে শুয়ে রক্ত দিচ্ছিলেন জলপাইগুড়ি শহরের মহন্তপাড়ার বাসিন্দা এক মহিলা। তাঁকে কিন্তু কেউ আসতে বলেনি। নিজেই এসেছেন। ওই মহিলা বলেন, 'রক্তের প্রয়োজন হবে বুঝতে পেরে খবর পাওয়ার পরেই চলে আসি। যদি আমার রক্তে কোনও একজনেরও প্রাণ বাঁচে, সেটাই হবে বড় পাওনা।' একইরকমভাবে রক্ত দিতে এসেছিলেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সুদীপ সাহা এবং বামনপাড়ার বাসিন্দা তুষার ভৌমিক। তাঁরাও জানিয়েছেন দুর্ঘটনায় জখমদের পাশে দাঁড়ানোর কথা।

সাধারণ মানুষের এই বিপুল সাড়া পাওয়ায় ব্লাড ব্যাংকের চিত্রটাই বদলে যায়। বিকাল অবধি যেখানে মাত্র ৬০ ইউনিট অবধি রক্ত ছিল, সেখানে রাত ৯টার মধ্যেই আরও ১২০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়ে গিয়েছে। রক্ত দেবেন বলে শীতের রাতে শারীরিক অস্বস্তি অগ্রাহ্য করে ব্লাড ব্যাংকের বাইরে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন বহু মানুষ।

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ
চালাতে টেকনিসিয়ান ধার

শিলিগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : বিভাগীয় প্রধান সহ বেশ কিছু অধ্যাপক চিকিৎসক এবং ল্যাবরেটরি টেকনিসিয়ান করোনা সংক্রামিত। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (ভিআরডিএল) চালু রাখতে অন্য বিভাগ থেকে টেকনলজিস্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেডিকেল সূত্রের খবর, প্যাথলজি, বায়ো কেমিস্ট্রি সহ অন্যান্য বিভাগ থেকে টেকনলজিস্ট দিয়ে ভিআরডিএল চালু রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

করোনার তৃতীয় ঢেউ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে খুব ভালোভাবেই থাবা বসিয়েছে। গত এক সপ্তাহের মধ্যে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপার থেকে শুরু করে প্রায় সাত-সাতটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, বেশ কিছু অধ্যাপক চিকিৎসক, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা সংক্রামিত হয়েছেন। সংক্রামিত হয়ে সিংহভাগ বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছেন।

চিকিৎসায় প্রভাব

- করোনার তৃতীয় ঢেউরের ধাক্কা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে
- এক সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষ, হাসপাতাল সুপার, বিভাগীয় প্রধান, অধ্যাপক চিকিৎসক, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা সংক্রামিত
- মাইক্রোবায়োলজি বিভাগেও সিংহভাগ চিকিৎসক, টেকনিসিয়ান সংক্রামিত
- বুধবার বিভাগীয় প্রধানও করোনা সংক্রামিত হন

অন্যদিকে, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগেও ইতিমধ্যেই সিংহভাগ চিকিৎসক, টেকনিসিয়ান সংক্রামিত হয়েছেন। বুধবার বিভাগীয় প্রধানও করোনা সংক্রামিত হয়ে আইসোলেশনে চলে যান। অথচ মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধীনে থাকা ভিআরডিএলে প্রতিদিন করোনার লালার নমুনা পরীক্ষা করতে হচ্ছে।

প্রতিদিন গড়ে ৭০০-৮০০ নমুনা পরীক্ষা করা, সেই পরীক্ষার রিপোর্ট তৈরি করা, সেগুলি আইসিএমআর-এর পোর্টালে আপলোড করা এবং সব শেষে রিপোর্টগুলি জেলা অনুযায়ী আলাদা করে সংশ্লিষ্ট জেলায় পাঠানোর মতো নানা কাজ প্রতিদিন এই বিভাগকে করতে হয়। কিন্তু বিভাগীয় প্রধান সহ সিংহভাগ আধিকারিক, টেকনিসিয়ান করোনা সংক্রামিত হওয়ায় মেডিকেল কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়েছে। বাধ্য হয়েই কাজ চালানোর জন্য অন্য বিভাগ থেকে টেকনিসিয়ানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ জগদীশ বিশ্বাস জানিয়েছেন।

পৌষ-পার্বণে পিঠে খায় গোরু

গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ১৩ জানুয়ারি : আধুনিকতার যুগেও সীমান্তের গ্রামে টিকে রয়েছে পৌষ-পার্বণের দিনে গবাদিপশু এবং পাখিদের পিঠে খাওয়ানোর উৎসব। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার চোখে পড়ল উৎসবের প্রস্তুতি। শুক্রবার পৌষ-পার্বণে মাতবে গোটা বাংলা। উত্তরের সীমান্তবর্তী গ্রামে ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির পোষা গবাদিপশুদের পিঠে খাওয়ানো হবে। পৌষ-পার্বণের আগের দিন বৃহস্পতিবার এলাকায় তাই জোর ব্যস্ততা দেখা গেল গৃহস্থের মধ্যে। বাড়ির মহিলারা সারাদিন চাল গুঁড়োর কাজে ব্যস্ত থাকলেন। আর পুরুষরা গবাদিপশুদের স্নান করিয়ে দিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখছেন। এলাকার বাসিন্দা বাবুনাথ রায়, কমলা মণ্ডল জানান, পৌষ-পার্বণের দিন রীতি মেনে বাড়ির পোষা প্রাণী বিশেষ করে গোরুকে পিঠে খাইয়ে আসছেন। এদিন খুব ভোরে উঠে পিঠে বানিয়ে প্রথমে গোরুকে খাওয়ান। তারপর নিজেরা খান। কে কত আগে ভোরে উঠে গোরুকে পুজো দিয়ে পিঠে খাওয়াতে পারেন সেটা নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত। এখনও এই রীতি থাকলেও আগের মতো আর জৌলুস নেই। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক শচীমোহন বর্মনের বক্তব্য, 'পৌষ-পার্বণে বাড়ির লোকজন ও অতিথিদের পাশাপাশি গোরুকেও পিঠে খাওয়ানোর রীতি রয়েছে। এর দ্বারা পশুর প্রতি মানুষের ভালোবাসা প্রকাশ পায়।'

ভোটবাড়ি গ্রামে চলছে পিঠের জন্য চাল গুঁড়ো করার ব্যস্ততা।-সংবাদচিত্র

গ্রামীণ কৃষিপ্রধান বাংলার মূল সম্পদ গোরুই। মাঠ চাষ, ফসল বোনা, ঝাড়াইমাড়াই থেকে সমস্ত কাজে গোরুই ছিল প্রধান। কৃষকের প্রধান ও প্রথম সহায় সেই গোরু। কার্তিকের শেষেই ধান ঘরে তোলার পর পৌষ সংক্রান্তিতে নতুন চালের পিঠে তৈরি খাওয়ার রীতি গ্রামবাংলার লোকঐতিহ্য। আর সেই শখের খাবার প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও দেওয়া-নেওয়া হয়। বাড়ির পশুরাই বা কেন বঞ্চিত হবে? এদিন গৃহস্থরা নিজের পূর্বপুরুষের প্রতি পিঠেপুলি উৎসর্গ করে গোরুকেও খাওয়ানো হয়। তবে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে গোরুর ব্যবহার কমে যাওয়ায় এই রীতিও অনেকটা ম্লান। তবুও উত্তরের প্রান্তিক জায়গায় এখনও পৌষ-পার্বণের ভোরে গোরু সহ বাড়ির অন্য পশুদের পিঠে খাওয়ানো প্রথার দেখা মেলে।

দুর্ঘটনার খবরে উদ্বেগ আলিপুরদুয়ারে

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ির দোমোহনিতে ট্রেন দুর্ঘটনার পর পরই সেই খবর আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল। এরপরই ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুর্ঘটনাগ্রস্তদের জন্য উদ্বেগ তো ছিলই, তার ওপর এই দুর্ঘটনার জেরে এই রুটে একাধিক ট্রেনের রুট বদলের কথা ঘোষণা করায় সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছানো নিয়ে যাত্রীরা উদ্বেগে পড়েন। অবধ-আসাম এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, রাজধানী এক্সপ্রেস সহ একাধিক ট্রেন আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন দিয়ে যাবে বলে জানানো হয়। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে যাত্রীরা আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে পৌঁছান। অবধ-আসাম এক্সপ্রেস রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে আসার কথা ছিল। কিন্তু সেটি আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ছাড়বে শুনে ওই সময়ের অনেক আগেই যাত্রীরা জংশনে পৌঁছে যান।

শ্যামল দাস নামে একজন যাত্রী বললেন, 'এখানে এসে জানতে পারি ট্রেন দেরি করে স্টেশনে আসবে। ভোগান্তি হল ঠিকই। তবে দুর্ঘটনাগস্ত যাত্রীদের কথা ভেবে খুবই খারাপ লাগছে।' আরও বেশ কয়েকজনের বক্তব্যে একই সুর।

দোমোহনির দুর্ঘটনায় জখমদের কয়েকজনকে আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসা হয়েছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্তদের জন্য রক্ত দিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এদিন বেশ সাড়া পড়ে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা এগিয়ে আসেন। আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা বলেন, 'আলিপুরদুয়ারের বেশিরভাগ যাত্রী নিরাপদ রয়েছেন বলে আমরা প্রাথমিকভাবে মনে করছি।'

দোমোহনির উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে সিভিল ডিফেন্স টিম।

গায়ের চাদরে জখমদের নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে রতনরা

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : চারদিকে শুধুই কান্নার আওয়াজ, সাহায্যের আকুতি। কেউ তখনও দোমড়ানো-মোচড়ানো বগির আড়ালে পড়ে রয়েছেন। কারও জ্ঞান নেই, কারও মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। সুদেব দাস, সুজয় বর্মন, রতন অধিকারীরা প্রথমদিকে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে কোনওমতে মাথা ঠান্ডা রেখে সুদেবরা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এক-দুজন করে জখমকে উদ্ধার করা শুরু হয়। পরে জখমদের সংখ্যা যে এতটা বেড়ে যাবে তা রতনরা বুঝতে পারেননি। এদিন বেলা সাড়ে ৪টা থেকে শুরু করে রাত ৯টা পর্যন্ত কয়েকশো জখমকে সুজয়রা জনা ৫০ মিলে কখনও কাঁধ আবার কখনও স্ট্রেচারে করে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলেছেন। উদ্ধারকাজের প্রথমদিকে স্ট্রেচার ছিল না। সেই অবস্থায় রতনরা নিজেদের গায়ের চাদর খুলে তাতে জখমদের চাপিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। কীভাবে যে এই কাজটা করলাম তা এখন ভেবেই অবাক লাগছে। উদ্ধারকাজের পর প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সঞ্জীব রায়, বিনয় বর্মনরা বলছিলেন।

স্থানীয় গৃহবধূ অর্চনা দাস বলছিলেন, 'চোখের সামনেই একটি বগিকে আর একটি বগির ওপর উঠে পড়তে দেখি। গোটা গায়ে রক্ত মাখা এক যাত্রী আমার চোখের সামনেই লাফ মেরে ওই কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। চলাফেরার তাঁর কোনও ক্ষমতাই ছিল না। কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে তাঁকে একটি গাড়িতে তুলে হাসপাতালে পাঠাই।' সময় গড়াতেই পরিস্থিতির ভয়াবহতা প্রকট হয়। ট্রেনটিতে থাকা বহু যাত্রী জ্ঞানহীন অবস্থায় বগির ভিতরে আটকে ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বহু চেষ্টা করেও তাঁদের উদ্ধার করতে পারছিলেন না। দমকলকর্মীরাও প্রথমদিকে সেভাবে সুবিধা করতে পারছিলেন না। গভীর রাত পর্যন্তও জখম বহু যাত্রী বগিগুলিতে আটকে ছিলেন। তবে উদ্ধারকাজে স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন তাঁদের জানপ্রাণ লড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক রাত পর্যন্ত এদিন তাঁদের ঘটনাস্থলে দেখা গিয়েছে। রাম রায়, প্রদীপ মণ্ডল, বিশ্বনাথ পালদের স্মৃতিচারণ, বহু বছর আগে এই এলাকায় একটি ছোট রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল। কিন্তু ওই ঘটনার ভয়াবহতা এদিনের ঘটনার মতো ছিল না।

ট্রেন দুর্ঘটনায় অন্তর্ঘাতের সন্দেহ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি : ময়নাগুড়িতে বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁর সন্দেহ, অন্তর্ঘাতের জেরে ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে। এদিনের ঘটনায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তিনি আহত ট্রেনযাত্রীদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। দ্রুত উদ্ধারকার্যের মাধ্যমে আহত যাত্রীদের প্রাণরক্ষার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। অন্তর্ঘাতের সন্দেহ প্রকাশ করে তিনিও এই ঘটনায় অবিলম্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। নিহত ও আহত রেলযাত্রীদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে তিনি দাবি জানান।

এদিকে, করোনা সংক্রান্ত ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিস্তারিত জানতে চাইলেও বিজেপি এবিষয়ে নীরব থেকেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এবিষয়ে নীরব থাকায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সংক্রামিত ১৩৩৭

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার উত্তরের বিভিন্ন প্রান্ত মিলিয়ে আরও ১,৩৩৭ জনের করোনা সংক্রমণের বিষয়টি সামনে আসে। তবে সংক্রামিত কারও কোথাও মৃত্যুর কোনও খবর নেই। কোচবিহারের আরও ১২৮, আলিপুরদুয়ারের ৭৬, জলপাইগুড়ির ২৪৮, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকার ২৩৯, দার্জিলিং জেলার ৪৭১ এবং মালদা জেলার ৪১৪ জন করোনা ভাইরাসের কবলে পড়েছেন।

লাইনের ত্রুটি

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী পরিমল বর্মন বলেন, 'এর আগে গাইসালে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল। সেসময় এমন ছবি দেখেছিলাম। কিন্তু এদিন কেবল লাইনচ্যুত হওয়ায় এরকম কীভাবে হল, ভেবে পাচ্ছি না।'

রেললাইনের দু'দিকের ভেতরের অংশে অনেক স্লিপারে লোহার ক্লিপ দেখা যায়নি। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি আগে থেকেই ক্লিপ ছিল না? রেললাইনের ত্রুটির জন্যই কি এমন দুর্ঘটনা ঘটল? স্থানীয়রা বলছেন, ওই এলাকায়, বিশেষ করে দোমোহনি লেভেল ক্রসিং এলাকায় অনেক বড় বড় ইঁদুর রয়েছে। সেসব জায়গায় ট্রেন থেকে ফেলা খাবার খায় সেই ইঁদুরগুলি। রেললাইনের আশপাশে অনেক গর্ত করেছে সেগুলি। সেই ইঁদুরের উৎপাতেই সেখানে রেললাইনের নীচ থেকে মাটি সরে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ তো গেল সাধারণ মানুষ আর প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা। রেলকর্তারা কী বলছেন? উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক গুরনীত কউর বলেন, 'দোমোহনির ৪২ নম্বর পিলারের কাছে ১২টি কোচ লাইনচ্যুত হয়েছে। এত বড় ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত না হলে বলা যাবে না।'